টেলিভিশনের জন্য

শিশুসংক্রান্ত বিষয়ে সাংবাদিকতার নীতিমালা

MRDI

unicef

© ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)

প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০১৮

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ
৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-এ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : +৮৮-০২-৯১৩৪৭১৭, +৮৮-০২-৯১৩৭১৪৭
ইমেইল : info@mrdibd.org
ওয়েবসাইট : www.mrdibd.org

টেলিভিশনের জন্য

শিশুসংক্রান্ত বিষয়ে সাংবাদিকতার নীতিমালা

ভূমিকা

অন্য অনেক দেশের মতো বাংলাদেশও এমন এক সময় অতিক্রম করছে, যখন এর গণমাধ্যমে এক ধরনের গুণগত উত্তরণ ঘটছে। শুধু রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ইলেকট্রনিক মাধ্যমের যুগ থেকে বাংলাদেশ বেরিয়ে এসেছে অনেক বছর। একের পর এক আত্মপ্রকাশ করছে বেসরকারি টেলিভিশন। রাষ্ট্রীয় সীমানার হিসাবে এত ছোট দেশে এত বেশি টেলিভিশন অস্বাভাবিক মনে হলেও জনসংখ্যার অনুপাতে এ সংখ্যাকে বেশি বলা যাবে না। নতুন নতুন টেলিভিশনের আবির্ভাব বাংলাদেশের মুদ্রণমাধ্যমের আধেয় পরিবেশনের ধরনে পরিবর্তন আনছে। এখন অনলাইন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাবে টেলিভিশন নিজেও প্রভাবিত হতে শুরু করেছে। বিশেষ করে, প্রচলিত টেলিভিশন সেটের বাইরেও হাতে থাকা মোবাইল ফোনটিই যখন দর্শন (ভিশন) মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে তখন টেলিভিশনকে সে প্রযুক্তি এবং নতুন ধরনের এ দর্শকের কথা মাথায় রেখে তার আধেয় এবং পরিবেশনের ধরনে পরিবর্তন আনতে হচ্ছে। তার পরও এটা বলা যাবে না যে, অনলাইনের প্রভাবে মুদ্রণমাধ্যম যতটা এবং যত তাড়াতাড়ি প্রভাবিত হয়েছে, টেলিভিশন অতটা এবং অত দ্রুত বদলে যাবে। বরং, ব্রেকিং নিউজ এবং ঘটনা ঘটতে থাকার সময় সরেজমিন সংবাদ পরিবেশনে টেলিভিশন আরো অনেক বছর রাজত্ব করবে, হতে পারে দর্শকরা সেটা প্রচলিত টেলিভিশন সেটে দেখবেন না। সে হিসাবে ইন্টারনেট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে সহায়ক হিসেবে পেয়ে টেলিভিশন আরো নতুন এবং আরো বেশি দর্শকই পাবে।

এ টেলিভিশন সংবাদের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক দর্শক শিশু, যাদের বয়স ১৮ বা তার চেয়ে কম। টেলিভিশন সংবাদের অনেক খবরই থাকে ১৮ বা তার চেয়ে কম বয়সি শিশুসংক্রান্ত। সেটা যেমন তাদের কোনো সাফল্যের গল্প, তেমনি হতে পারে কোনো আইন পরিপন্থী কাজে শিশু জড়িত থাকার বিষয়। ওই খবর যেমন হতে পারে তাদের কোনো স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে, তেমনি হতে পারে দুর্যোগকালীন সময়ে তাদের অসহায়ত্বের চিত্রও। ধরে নেওয়া যায়, কিংবা এটাই সত্য যে, কোনো গণমাধ্যমই সচেতনভাবে শিশুর জন্য অনিষ্টের কারণ হতে চায় না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে টেলিভিশনে অনেক ক্ষেত্রেই শিশুসংক্রান্ত খবর এমনভাবে চিত্রায়ণ হয়, যা ব্যষ্টিক বা সামষ্টিকভাবে শিশুর জন্য অকল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতার যে সাধারণ পাঠ, সেটা অনুসরণ করলে এরকম হওয়ার কথা নয়। তারপরও হয়ে যায়, কারণ শিশুসংক্রান্ত খবরের কিছু সাধারণ নীতি-নৈতিকতার বিষয়ে গণমাধ্যম হয়তো সচেতন থাকে না। সাধারণ বিবেচনাবোধ ব্যবহার করেই নীতি-নৈতিকতার এ বিষয়গুলো নিশ্চিত করা যায়। সে বিষয়গুলো আরেকবার ঝালিয়ে নেওয়ার জন্যই শিশুসংক্রান্ত খবরে নীতি-নৈতিকতা নিয়ে এ নীতিমালা।

এটা এজন্য জরুরি যে, সাংবাদিকতাকে প্রতিনিয়ত পথ চলতে হয় নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে। আবার কোনো এক বিশেষ সময়ের নীতি-নৈতিকতার চিন্তা ভবিষ্যতের সকল পরিস্থিতির সঙ্গে নাও হতে পারে। এই বাস্তবতাকে মাথায় রেখেই শিশুবিষয়ক সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নতুন কোনো পরিস্থিতিতে সাংবাদিকতার বিবেচনাবোধ কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। আর সঠিক বিবেচনাবোধ কাজে লাগাতে নীতি-নৈতিকতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

যে-কোনো ক্ষেত্রেই নীতি-নৈতিকতা হচ্ছে অন্যতম প্রধান। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তাই। আর সংবাদে যখন শিশু সম্পৃক্ত থাকে তখন সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার দাবি তৈরি হয়। টেলিভিশন রিপোর্টের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরো বেশি জরুরি। বিশেষ করে, ছবি সম্পাদনা ও ছবি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বাড়তি মনোযোগ দেওয়া দরকার।

দ্য ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (BBC), দি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (AP)-সহ কিছু সংবাদমাধ্যম, সাংবাদিকদের আন্তর্জাতিক মোর্চা ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিস্ট (IFJ) এবং জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা UNICEF-এর এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা আছে। এই নীতিমালাগুলো পর্যালোচনা করে, সেগুলোর দিকনির্দেশ নিয়ে এই নীতিমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। বাংলাদেশের টেলিভিশনগুলো এটি অনুসরণ করলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

টেলিভিশন মাধ্যমের জন্য শিশুসংক্রান্ত বিষয়ে সাংবাদিকতার নীতিমালা তৈরিতে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন ঢাকায় আয়োজিত দুটি মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন টেলিভিশন মাধ্যমের সিদ্ধান্তগ্রহীতাসহ জেলা পর্যায়ে কর্মরত সংবাদদাতাগণ। তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা।

বিশেষজ্ঞ পরামর্শ এবং সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে নীতিমালাটি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন *প্রথম আলোর* উপদেষ্টা (বার্তা) কুররাতুল-আইন-তাহমিনা। তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ।

কারিগরি উপদেষ্টা হিসাবে নীতিমালাটি তৈরিতে মূল্যবান ভূমিকা রেখে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন-এর সভাপতি মনজুরুল আহসান বুলবুল।

প্রাথমিক খসড়া এবং চূড়ান্ত নীতিমালাটি প্রণয়ন করেছেন শাহনাজ মুন্নি, প্রধান বার্তা সম্পাদক, নিউজ২৪ এবং জাহিদ নেওয়াজ খান, প্রধান বার্তা সম্পাদক, চ্যানেল আই ও সম্পাদক, চ্যানেল আই অনলাইন। তাঁদের কাছেও আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ইউনিসেফ বাংলাদেশের প্রতি, যাঁদের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতায় নীতি-নৈতিকতা মেনে শিশুবিষয়ক প্রতিবেদন তৈরিতে টেলিভিশন মাধ্যমের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা প্রণয়নের কর্মকাণ্ড সম্পাদন সম্ভব হয়েছে।

ধন্যবাদ জানাচ্ছি এ কাজের সঙ্গে যুক্ত এমআরডিআই-এর কর্মীদের।

নীতিমালাটি তৈরিতে কুর্‌রাতুল-আইন-তাহ্‌মিনার লেখা বই *রিপোর্টারের জন্য নীতি-নৈতিকতা : প্রসঙ্গ শিশু*; এমআরডিআই কর্তৃক 'নীতি-নৈতিকতা মেনে শিশুদের জন্য সাংবাদিকতা' শীর্ষক সাংবাদিক প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত প্রশিক্ষণ মডিউল এবং সংবাদপত্রের জন্য শিশুসংক্রান্ত বিষয়ে সাংবাদিকতার নীতিমালার সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

শিশুর জন্য সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা

আমাদের গণমাধ্যমে শিশুদের নিয়ে রিপোর্টের সংখ্যা বেড়েছে। শিশুরা যেমন অপরাধের শিকার হচ্ছে, তেমনি শিশুরা অপরাধের দায়েও অভিযুক্ত হচ্ছে বা দোষী সাব্যস্ত হচ্ছে। একই সঙ্গে শিশু পাঠক ও দর্শকের সংখ্যাও বাড়ছে।

সংবাদে শিশুর সংশ্লিষ্টতার তিনটি মাত্রা :

১. দর্শক হিসেবে

২. খবরের ঘটনায় শিশু যুক্ত থাকা

৩. শিশুর জানা এবং মতপ্রকাশের অধিকার।

নিচে এ বিষয়গুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

১. শিশুরা নিয়মিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গণমাধ্যমের সংস্পর্শে আসে। তারা নিয়মিত টেলিভিশন দেখে। প্রতিবেদন যেহেতু সচরাচর প্রাপ্তবয়স্ক দর্শকদের বিবেচনা করে তৈরি করা হয়, সেখানে শিশুর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে, এমন অনেক কিছু থাকতে পারে। জীবনের উন্মেষপর্বে অনেক কিছুই শিশুর মনে চট করে গভীর ছাপ ফেলতে পারে।

'সংবাদটি বড়দের জন্য, সুতরাং এখানে শিশুকে বিবেচনায় রাখার দরকার নেই'—যুক্তিটি গ্রহণযোগ্য নয়। মনে রাখতে হবে শিশুও সংবাদটির গ্রাহক/দর্শক। শিশুর মানসিক বৃদ্ধি-বিকাশের গুরুতর ক্ষতি না করার কথা সব সময় মনে রাখা জরুরি। এই নাজুক অবস্থানের পাশাপাশি শিশুর প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে জানার অধিকার আছে। সংবাদের যে-কোনো অংশই শিশুর নজরে পড়তে পারে। সুতরাং শিশুর ক্ষতি না করা এবং শিশুর জানার অধিকার—এই দুই দিকে ভারসাম্য রক্ষা করে খবর পরিবেশনের কাজটি করতে হবে।

২. শিশু যখন নিজে ঘটনায় জড়িত থাকে বা ঘটনার সঙ্গে শিশুকে সংশ্লিষ্ট করার প্রয়োজন হয়, তখন সাংবাদিক কীভাবে তাকে এবং তার স্বার্থ দেখেন, সে বিষয়টির দিকে লক্ষ রাখা গুরুত্বপূর্ণ। সেটার ওপরে ওই শিশুর কল্যাণ-অকল্যাণ বা শিশুর স্বার্থ সরাসরি নির্ভর করে। আবার, সংবাদে শিশুকে যেভাবে তুলে ধরা হয় তা সার্বিকভাবে শিশু সম্পর্কে সংবাদের প্রাপ্তবয়স্ক গ্রাহকদের—শিশুর জীবন নিয়ন্ত্রক বড়দের দৃষ্টিভঙ্গি ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। একই রকম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শিশুর জন্য জরুরি বিষয়গুলো যথাযথভাবে সমাজের নজরে আনার প্রশ্ন। সংবাদমাধ্যম কীভাবে এ বিষয়গুলো তুলে ধরছে অথবা উপেক্ষা করছে, তা নীতি-নির্ধারণে গভীর প্রভাব ফেলে।

৩. ব্যক্তি হিসেবে শিশুর কথা বলার বা মত দেওয়ার অধিকার আছে। সেজন্য খবরে তাকে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া চাই। সাংবাদিক অনেক সময় শিশুর বক্তব্য-মতামত খুঁজতে ভুলে যান। শিশুকে সংবাদে উপস্থিত করতে গেলে তার সুরক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন তো অবশ্যই, কিন্তু পাশাপাশি তার মতপ্রকাশের অধিকার সমুন্নত রাখার উপায় ভাবাও নৈতিকতারই দাবি।

শিশু ও সাংবাদিকতার সম্পর্কের এই তিনটি মাত্রাতেই বাংলাদেশের সাংবাদিকদের নীতি-নৈতিকতা মেনে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। শিশুর নাজুক অবস্থান বিবেচনায় রাখা এবং একই সঙ্গে তাকে পূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা—আপাত-বিপরীতমুখী এই চাহিদা মেটানোর জন্য আপনার কাজে বাড়তি চেষ্টা ও যত্ন দরকার।

শিশু কে

শিশুর জন্য সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই এই প্রশ্নটি সামনে আসে—'শিশু কে?'

জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ (সিআরসি) অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সি সকলেই শিশু।

বাংলাদেশের জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১-এ ১৮ বছরের কম বয়সি সকল ব্যক্তিকে শিশু বলা হয়েছে। এর মধ্যে ১৪ থেকে ১৮ বছরের কম বয়সি শিশুদের কিশোর-কিশোরী বলা হয়েছে।

শিশু আইন, ২০১৩ শিশু বিষয়ে দেশের প্রধান আইন। এই আইনে বলা হয়েছে, "বিদ্যমান অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, অনূর্ধ্ব ১৮ (আঠার) বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসাবে গণ্য হইবে।"

বাংলাদেশে সাবালকত্ব আইন, ১৮৭৫ (মেজরিটি অ্যাক্ট)-এ ১৮ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তি নাবালক হিসেবে গণ্য হবে।

এ ছাড়া বাংলাদেশের আরো কিছু আইনে শিশুর ভিন্ন ভিন্ন বয়সসীমা নির্ধারিত রয়েছে।

সাংবাদিকের বিবেচনায় শিশু

শিশু কে বা কোন বয়সিরা শিশু বলে গণ্য হবে, এ নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। সিআরসি, শিশুনীতি ও শিশুবিষয়ক দেশের প্রধান আইন 'শিশু আইন'-এর নির্দেশনা অনুসারে সাংবাদিকগণ অনূর্ধ্ব ১৮ (আঠারো) বছর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তিকে শিশু হিসেবে গণ্য করবেন।

সংবাদে শিশু কেন গুরুত্বপূর্ণ

শিশুকাল হচ্ছে পরিপূর্ণভাবে বেড়ে ওঠার বয়স, শেখার বয়স। নিজের জীবনকে নির্ভাবনায় উপভোগ করা ও নতুন নতুন আগ্রহ-কৌতূহল পরিতৃপ্ত করে বিচিত্র জগৎকে চেনা-বোঝা আস্বাদ করার বয়স। অন্যদিকে, ব্যক্তি হিসেবেও শিশু পূর্ণ মর্যাদা দাবি করে। পরিবারে ও সমাজে তার অংশগ্রহণ, স্বার্থ ও অধিকার অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচ্য। শিশুর মতপ্রকাশের অধিকারটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক বিকাশের জন্য এবং পরিবার ও সমাজে তার অংশগ্রহণ ও মতপ্রকাশের সকল সুযোগ করে দিতে হবে।

নিজের কল্যাণের জন্য শিশু অন্যের ওপর নির্ভরশীল। শারীরিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই সে দুর্বল ও স্পর্শকাতর। তাই তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি। সুতরাং শিশুর কথা আলাদা করে ভাবা দরকার, শিশুর জন্য বিশেষ যত্ন প্রয়োজন। তার শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশের পুরো সুযোগ প্রয়োজন। এটা শিশুর বিশেষ অধিকার। তার এ বিকাশ অল্পতেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যার প্রভাব দীর্ঘমেয়াদিও হতে পারে।

এ ক্ষেত্রে সমাজে চলমান পরিবর্তনগুলোর দিকেও গভীর নজর দেওয়া দরকার। সমাজে মতাদর্শভিত্তিক জঙ্গিবাদ ও সহিংসতা বাড়ার মতো নতুন নতুন জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা এবং টেলিভিশনে তার পরিবেশনে এমন অনেক বিষয় দেখা গেছে, যা শিশুমনে গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। যেমন মৃতদেহ, রক্ত ও সহিংসতার ছবি বা বিশদ বিবরণ, সন্ত্রাস প্রক্রিয়া-পদ্ধতির বর্ণনা, ভীতিকর ছবি বা বিবরণ, উগ্র মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার বিশদ বিবরণ, উগ্রপন্থিদের দুর্ধর্ষ হিরোর মতো চিত্রায়ণ ইত্যাদি।

আবার শিশু যখন নিজে ঘটনায় জড়িত থাকে বা ঘটনার সঙ্গে শিশুকে সংশ্লিষ্ট করার প্রয়োজন হয়, তখন সাংবাদিক কীভাবে তাকে এবং তার স্বার্থ দেখেন, সেটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর ওপর ওই শিশুর কল্যাণ-অকল্যাণ সরাসরি নির্ভর করে। তাই শিশুদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনায় নীতি-নৈতিকতা মেনে সংবাদ প্রচারের গুরুত্ব অপরিসীম। বয়স অনুসারে শিশুর স্বাধীন মত বা কথা তুলে ধরাও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুর জন্য সাংবাদিকতার নীতিমালার মৌলিক দিকগুলো

মূলনীতি : শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ দেখা; ক্ষতি থেকে সুরক্ষা। শিশুর সর্বোচ্চ কল্যাণ ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য চেষ্টা ও যত্ন রাখা।

শিশু সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকতার দুটি মূল কথা :

১. সংবাদে শিশুকে উপেক্ষা না করা : যেসব ঘটনা, প্রবণতা বা বিষয়ে শিশুরা জড়িত আছে সেগুলো এবং তাদের কল্যাণের জন্য জরুরি বিষয়গুলো জনসমক্ষে তুলে ধরা—শিশুর তথ্য পাওয়া এবং মতপ্রকাশের অধিকারসহ তার সব অধিকার ও অধিকার বঞ্চনার বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে।

২. শিশুর ক্ষতি না করা : প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে শিশুদের কোনো অনিষ্ট না করা—শিশু ও তার ভালো থাকাকে গুরুতর ঝুঁকিতে ফেলার মতো কোনো কিছু যেন খবরে না থাকে সেদিকে নজর রাখতে হবে। সংবাদের ঘটনায় শিশু জড়িত থাকলে তার কোনো ক্ষতি করা যাবে না। নজর দিতে হবে শিশুর মানসিক দিকটাতেও। শিশুর কল্যাণ সবার আগে।

১) সংবাদে শিশুকে উপেক্ষা না করা

শিশুর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য সংবাদে তাকে উপেক্ষা করা যাবে না, সংবাদে তার ন্যায্য হিস্যা বা ভাগ নিশ্চিত করতে হবে। সংবাদে শিশুকে উপেক্ষা না করার কয়েকটি মাত্রা রয়েছে। সবগুলোই বিশেষ মনোযোগ দাবি করবে।

- শিশুর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, শিশুর তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি সর্বোত্তম কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে।
- শিশুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে যথাযথভাবে পর্যাপ্ত রিপোর্ট করতে হবে, শিশুর বাস্তবতা তুলে ধরায় কোনো ঘাটতি যেন না থাকে, প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তার মতামত-বক্তব্য যেন উপেক্ষিত না হয়। শিশুর জন্য শিক্ষণীয় দিক তুলে ধরতেও মনোযোগী হতে হবে।
- শিশুর বাস্তবতা জানা-বোঝা-শেখার যে বিশেষ চাহিদা, সেটা পূরণ করতে হবে। একই সঙ্গে, সাধারণ খবরেও শিশুর কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং তার যেন কোনো ক্ষতি না হয়, সে ব্যাপারে মনোযোগী হতে হবে।
- শিশুদের নানা অংশ এবং তাদের বিচিত্র প্রয়োজন ও আগ্রহের যথাযোগ্য প্রতিফলনে ন্যায্য মনোযোগ দিতে হবে। শিশুদের নিয়ে খবর করায় কোনো বৈষম্য, অসতর্ক ঘাটতি বা অবহেলা যেন না ঘটে সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে। নাজুক অবস্থান ও বঞ্চনার শিকার গোষ্ঠীগুলোর প্রতি বাড়তি মনোযোগ দিতে হবে।
- সংবাদকর্মী শিশু অধিকারসংশ্লিষ্ট বিষয় ও পরিস্থিতির নিয়মিত এবং পর্যাপ্ত নজরদারি করবেন। শিশুর অধিকার বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় সহায়ক ভূমিকা রাখা সাংবাদিকের নৈতিক দায়িত্ব। সাংবাদিক শিশুর অধিকার বঞ্চনা বা লঙ্ঘনের দায় কার এবং সে ব্যাপারে সরকার বা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা চিহ্নিত করবেন। তিনি শিশুর প্রয়োজন ও অধিকারসংক্রান্ত বিষয় সমাজ ও নীতিনির্ধারকদের নজরে আনতে সচেষ্ট হবেন।
- শিশুর প্রতি অপরাধ ও অন্যায্যতা তুলে ধরতে বিশেষ মনোযোগী হতে হবে।
- শিশুকে নিয়ে, শিশুবিষয়ক এবং শিশুর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, এমন ধরনের সংবাদ প্রচারে শিশুর সুরক্ষার বিষয়টি অগ্রাধিকার বিবেচনায় রাখতে হবে।

- শিশুর নিরাপত্তা ও মর্যাদার ব্যাপারে বিশেষ যত্নশীল হতে হবে।
- শিশুর কণ্ঠস্বরকে উপেক্ষা করা যাবে না। শিশুর বক্তব্য ও মতামত সংবাদে তুলে ধরতে বিশেষ মনোযোগী হতে হবে।
- যেসব ঘটনা বা বিষয়ে শিশু বা তার স্বার্থ সরাসরি জড়িত আছে, সেগুলোর প্রতিবেদনে অবশ্যই শিশুদের বক্তব্য ও মতামত গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরতে হবে। শুধু বড়দের কথা দিয়ে রিপোর্ট করা যাবে না।
    - ✓ যে-কোনো বিষয়ের খবর প্রকাশে শিশুর ওপর এর কোনো প্রভাব পড়তে পারে কি না, বা শিশুর মতামতের কোনো প্রাসঙ্গিকতা আছে কি না, তা ভেবে দেখতে হবে এবং সে অনুযায়ী শিশুদের বক্তব্য ও মতামত নিতে হবে; বক্তার বয়স ও যুক্তি-বুদ্ধির পরিণতি অনুপাতে গুরুত্ব দিয়ে তা তুলে ধরতে হবে।
    - ✓ শিশুর বক্তব্য ও মতামত নেওয়ার প্রশ্নে বক্তা বাছাইয়ে কোনো বৈষম্য করা যাবে না।
- শিশুর কোনো অর্জন ও কৃতিত্ব তুলে ধরতে হবে, যা ওই শিশু বা অন্য শিশুদের ভালো কাজে উৎসাহিত করবে।
- সংবাদ এমন হতে হবে, যা থেকে শিশু যেন পরিবর্তনশীল জগৎ ও জীবন সম্পর্কে জানতে-বুঝতে পারে।
- শিশু দর্শকের কথা মাথায় রেখে ভাষা ও শব্দের সঠিক প্রয়োগ করতে হবে ও সংবেদনশীল হতে হবে। সেই সঙ্গে ভিডিও প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

২) শিশুর ক্ষতি না করা

শিশুকে কেন্দ্র করে বা স্পর্শ করে যেসব সংবাদ, সেগুলোয় শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কিছু বিষয় নিশ্চিত করতে হবে এবং কিছু কাজ করা যাবে না।

শিশুসংক্রান্ত সব খবরে পেশাদারি তথা নীতি-নৈতিকতার মৌলিক বিবেচনাগুলো বিশেষভাবে জরুরি হয়ে আসে। পাশাপাশি অন্যান্য সংবাদে শিশুর ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলার মতো কিছু যেন না থাকে তাও নিশ্চিত করতে হবে। খবরের সাধারণ অংশেরও শিশু দর্শক থাকতে পারে—বিষয়টি সব সময় বিবেচনায় রাখতে হবে। নিম্নে কয়েকটি বিবেচ্য বিষয়ে আলোকপাত করা হলো :

- **অপরাধ ও সমাজবিরোধী আচরণ এবং আত্মহত্যা**

  এসবের খবর যখন করবেন, সব সময় শিশুর কথা মাথায় রাখবেন। এর প্রভাব শিশুর ওপর প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক হতে পারে।

  ✓ **চাঞ্চল্যকর, রোমহর্ষক :** অপরাধ ও সমাজবিরোধী কীর্তি বিশাল করে দেখালে শিশু এর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে।

  ✓ **প্রক্রিয়া-পদ্ধতি :** এমন কাজের প্রক্রিয়া-পদ্ধতির বিশদ বিবরণ, যেমন– কোনো মাদক কীভাবে ব্যবহার করতে হয় বা কোথায় পাওয়া যায়, শিশুকে কাজটি শেখাতে পারে।

  ✓ **আত্মহত্যায় প্ররোচনা :** আত্মহত্যা বা আত্মনিগ্রহের অন্য কোনো পদ্ধতির বিশদ চিত্রায়ণ ও বিবরণ সম্পর্কেও একই কথা। বিশেষভাবে সতর্ক থাকুন, কোনো শিশু/কিশোরবয়স্ক কেউ যখন আত্মহত্যা করে তখন বিশেষ সতর্কতা দরকার, যখন সেটার কারণ থাকে যৌন হয়রানি বা উত্ত্যক্তকরণের মতো ব্যাপকভাবে ঘটে চলা কোনো ঘটনা।

  আমরা সতর্ক থাকব এমন কোনো ঘটনার খবরটা দেখে একই অবস্থার অন্য কারো যেন মনে না হয় যে, এটাই সমাধান অথবা এভাবে সহানুভূতি/মনোযোগ পাওয়া যেতে পারে।

  এমন বাক্য বলবেন না : 'আত্মহত্যার পথ বেছে নিল', 'দিশেহারা/অনন্যোপায় হয়ে সে প্রাণ দিল'

  বিবরণ বা ছবিতে কোনো মূল্যবোধ বা বিশ্বাসের প্রতি অযাচিত অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা যাবে না। শিশুকে সমাজের অন্যায্য বা বৈষম্যমূলক আচরণ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সহায়তা করতে হবে।

শিশুকেন্দ্রিক খবরে করণীয় ও অকরণীয়

শিশু যখন খবরের বিষয় হয়ে আসে বা খবরের ঘটনায় শিশু জড়িত থাকে, তখন খবর তৈরিতে সাংবাদিককে বিশেষ সতর্ক থাকতে হয়। শিশুকে কোনো ক্ষতি, ঝুঁকি বা কলঙ্ক থেকে সুরক্ষা দেওয়ার বিবেচনায় নানা মাত্রা আছে। বাংলাদেশের আইনেও কিছু ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমে শিশুর সুরক্ষার জন্য বিধিবিধান আছে।

শিশুর তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা

- শিশুর ব্যক্তিগত নিভৃতি ও গোপনীয়তা (Privacy) সংরক্ষণে বাড়তি মনোযোগী হতে হবে। কেবল পিতামাতা বা অভিভাবকের খ্যাতি, দুর্নাম বা অবস্থানের কারণে কোনো শিশুর ব্যক্তিগত জীবনের বিশদ তথ্য প্রতিবেদনে টেনে আনা যাবে না।
- যে-কোনো পরিস্থিতিতে শিশুর নাজুক অবস্থানের বিভিন্ন দিকগুলো ভালো করে ভেবে দেখতে হবে। শিশুর শারীরিক বা মানসিক সব রকম ঝুঁকি বিবেচনা করতে হবে। খবর করার তাগিদের চেয়ে জড়িত শিশুটির কোনো বিপদ বা যে-কোনো ধরনের ক্ষতির আশঙ্কাকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।
- কোনো শিশু যেন বৈষম্যের শিকার না হয় বা অযাচিতভাবে আহত বোধ না করে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।
- সাধারণভাবে, রিপোর্টে শিশুকে শনাক্ত করার সিদ্ধান্ত খুব ভাবনা-চিন্তা করে নিতে হবে। ইতিবাচক পরিস্থিতিতে বা কোনো ঝুঁকির প্রশ্ন না থাকলে সম্মতি সাপেক্ষে শিশুকে শনাক্ত করা যেতে পারে। তবে সামান্যতম ঝুঁকির প্রশ্ন থাকলে শিশুকে শনাক্ত করা যায়, এমন তথ্য প্রতিবেদনে উল্লেখ করা যাবে না।
    - ➢ স্পর্শকাতর বিষয়ে এবং যখনই দ্বিধা হবে শিশুর নাম পালটে দিতে হবে বা উহ্য রাখতে হবে; ছবি দেখালে চেহারা ঝাপসা করে দিতে হবে। তাকে শনাক্ত করার মতো যাবতীয় তথ্য, যেমন—ঠিকানা, এমনকি গ্রামের নাম, বাবা-মার নাম, নিকটাত্মীয় কারো পরিচয় ও নাম, স্কুলের নাম প্রভৃতি প্রতিবেদন থেকে বাদ দিতে হবে। টুকরো টুকরো তথ্য জুড়ে যেন পরিচয় বেরিয়ে না পড়ে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।
    - ➢ নির্যাতনের শিকার কোনো শিশুর পরিচয় প্রকাশের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা নিতে হবে। পরিচয় প্রকাশ তাকে অধিকতর নির্যাতনের ঝুঁকিতে ফেলবে কি না, অথবা তার নিরাপত্তার হানি ঘটাবে কি না, তা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে।
    - ➢ যৌন নির্যাতন বা যৌন শোষণের শিকার শিশুকে শনাক্ত করা যাবে না। যৌন নির্যাতনের কোনো সাক্ষী শিশু হলে তার পরিচিতিও একইভাবে গোপন রাখতে হবে।
    - ➢ আইনপরিপন্থি কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়া শিশু-কিশোরদের শনাক্ত করা যায়, এমন তথ্য প্রতিবেদনে যুক্ত করা যাবে না। এমন কোনো ঘটনার শিশু সাক্ষীদের পরিচয়ও একইভাবে গোপন রাখতে হবে।
    - ➢ কোনো শিশুর বাবা-মা কোনো অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ার কারণে শিশুকে রিপোর্টে টেনে আনা যাবে না, বা তাকে কোনোভাবে শনাক্ত করা যাবে না।
- খবরের কাটতির স্বার্থে শিশুকে ব্যবহার করা যাবে না—
    - ➢ কোনোভাবেই খবরকে চটকদার, যৌন আবেদন-সংবলিত রগরগে করে তোলা যাবে না। বিবরণে ও ভিডিওতে বা স্থিরচিত্রে শিশুকে এমনভাবে উপস্থাপন করা যাবে না, যাতে কারো মনে যৌন আবেদন জাগতে পারে।
    - ➢ শিশুবিষয়ক খবরের আবেদনকে নিছক মানুষের আবেগ জাগানোর উদ্দেশ্যে উচ্চকিত করে ব্যবহার করা যাবে না।

সংবেদনশীলতা ও দায়িত্ব

সংবাদের ঘটনায় যুক্ত মানুষদের প্রতি সংবেদনশীলতা, সমমর্মিতা ও দায়িত্বশীলতার দাবি বহু গুণ বেড়ে যায়, যদি তারা শিশু হয়। শিশুদের নিয়ে সংবাদ করার সময় নিচের বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবে :

- কোনোভাবেই শিশুর অস্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করা যাবে না। শোক-বিপর্যয়ের পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে, যেন শিশুর মানসিক উদ্বেগ, পীড়া বা দুর্ভোগ না বাড়ে।
- রিপোর্টে শিশুকে উপস্থাপনের যে-কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হবে শিশুর ও শিশুর অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে এবং তার পরিস্থিতির প্রতি বিশেষভাবে সমমর্মী হয়ে সহানুভূতি রেখে।
- জড়িত শিশুটির ওপর রিপোর্টের সম্ভাব্য বিরূপ/অস্বাচ্ছন্দ্যকর তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি প্রতিক্রিয়া বা ফলাফল ভেবে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। সাংবাদিকের সত্য বলার দায়িত্ব আছে, তবে শিশুর প্রতি দায়িত্বের ব্যাপারটিকে অবহেলা করা যাবে না। দুটির মধ্যে ভারসাম্য থাকতে হবে।
- রিপোর্ট প্রকাশের পর শিশুটির খোঁজ নিতে হবে এবং রিপোর্টের বিষয়ে তার প্রতিক্রিয়া জানতে হবে। কোনো কিছু তার খারাপ বা তার জন্য সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ালে প্রয়োজনে ক্ষমা চাইতে এবং সমর্থন-সহযোগিতা জোগাতে হবে, প্রয়োজনে প্রতিবিধানের চেষ্টা করতে হবে।
- কখনো তৃতীয় কোনো পক্ষকে কোনো শিশু সম্পর্কে ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়ার প্রশ্ন এলে শিশুর পক্ষকে জানিয়ে তাদের সম্মতি নিতে হবে।
- শিশুবিষয়ক নয়, এমন খবরেও শিশুর ওপর ক্ষতিকর প্রভাব যাতে না ফেলতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে।
- যৌন উত্তেজক ছবি বা বিবরণ শিশুকে অকালে যৌনতার দিকে আকৃষ্ট করতে পারে। বাংলাদেশের মতো রক্ষণশীল সমাজে এটি কুফল বয়ে আনতে পারে, শিশু-কিশোরদের যৌন অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে। এমন বিবরণ বা ছবি প্রদর্শন করা যাবে না, যা শিশুর মনে যৌনতা বিষয়ে ক্ষতিকর ছাপ ফেলতে পারে।
- ছবিতে ও বিবরণে কুরুচি, অশালীনতা, বীভৎসতা, ভয়াবহতা, নৃশংসতা, নিষ্ঠুরতা, রগরগে চটক বা নগ্ন সহিংসতার প্রকাশ করা যাবে না।
- শিশু দর্শকের কথা মাথায় রেখে হত্যার দৃশ্য, নিষ্ঠুরতা, মৃতদেহের ছবি, শারীরিক আঘাতের বীভৎস ছবি বা এসবের বিশদ বর্ণনা দেওয়া যাবে না। এগুলো শিশুর মনে ভয়ভীতিসহ স্থায়ী ক্ষতিকর ছাপ ফেলতে পারে।
- শারীরিক আঘাত, ক্ষত, অঙ্গহানি, বিকৃতি এসবের বীভৎস রক্তাক্ত ছবি বা নিষ্ঠুরতার বিশদ বর্ণনা শিশুকে ভীতসন্ত্রস্ত করতে পারে; তার নিরাপত্তাবোধের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। তাই এগুলো প্রকাশ থেকে বিরত থাকতে হবে।
- সহিংসতার মাত্রাতিরিক্ত বিবরণ যেমন শিশুকে ভীতসন্ত্রস্ত করতে পারে, তেমনি এর প্রতি শিশুর অসুস্থ আগ্রহ তৈরি করতে পারে—তাকে নিষ্ঠুর বা সহিংস আচরণে প্ররোচিত করতে পারে। আবার, সহিংসতাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়ে এ সম্পর্কে শিশুর বোধ ভোঁতা হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিও আছে। শিশুদের কথা বিবেচনা করে এ ধরনের সংবাদ প্রচারে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।

শিশুর সাক্ষাৎকার নেওয়া

রিপোর্টে শিশুর বক্তব্য, তার পর্যবেক্ষণ-অনুভূতি বা চিন্তাভাবনা-মতামত, তুলে ধরা দরকার। কিন্তু কোনো শিশুর সঙ্গে কথা বলতে বিশেষ যত্ন, সতর্কতা ও কিছু নীতি মান্য করা জরুরি হবে। দক্ষতা যেমন দরকার তেমনি চাই সুবিবেচনা ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি।

- শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনা করে শিশুর সঙ্গে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। খবরের স্বার্থের চেয়ে শিশুর স্বার্থ অগ্রাধিকার পাবে। স্পর্শকাতর বিষয়ে সব সময় তথ্য জানার বিকল্প সুযোগ খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে।
- শিশুর সঙ্গে কথা বলা বা তার চিত্রধারণের প্রক্রিয়াটি যেন শিশুর জন্য ক্ষতিকর না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।
- সজ্ঞান সম্মতি : শিশু এবং/অথবা তার অভিভাবক বা অভিভাবক-স্থানীয় কারো সজ্ঞান সম্মতি নিতে হবে।
  - ➢ শিশুর সঙ্গে কথা বলা ও তার ছবি ধারণের আগে তার এবং/অথবা তার অভিভাবক বা অভিভাবক-স্থানীয় কারো সজ্ঞান সম্মতি নিশ্চিত করতে হবে। শিশুর বয়স যত কম, তার অবস্থান যত নাজুক বা ঘটনা যত স্পর্শকাতর, তার অভিভাবক বা অভিভাবক-স্থানীয় কারো অনুমতি তত বেশি জরুরি হবে। প্রয়োজনে লিখিত সম্মতি নিতে হবে।
  - ➢ সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগে সোজাসুজি নিজের পরিচয় দিয়ে উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে খুলে বলতে হবে, যেন তারা রিপোর্টের ধরন এবং এর সম্ভাব্য স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল বুঝতে পারে। এটা নিশ্চিত করতে হবে।
  - ➢ শিশু এবং/অথবা তার অভিভাবক বা অভিভাবক-স্থানীয় কারো সজ্ঞান সম্মতি পাওয়ার পরও যদি ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়, তাহলে সাক্ষাৎকার গ্রহণ বা সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।
  - ➢ কেউ কথা বলতে আপত্তি জানালে সেটা মেনে নিন। কখনো অভিভাবক সম্মতি দিলেও শিশু যদি আপত্তি করে, তাহলে সাক্ষাৎকার গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন ।
  - ➢ শিশুকে কথা বলতে কোনো চাপ, ভয়ভীতি বা প্রলোভন দেখানো যাবে না।
  - ➢ শিশু বা তার অভিভাবককে তথ্য প্রদান বা সম্মতি আদায়ের বিনিময়ে টাকা বা সে রকম কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া যাবে না। তবে শিশুটি যদি শ্রমজীবী হয়, তার সময়ের ক্ষতিপূরণ হিসেবে অথবা কোনো বিশেষ দুর্যোগ-দুর্বিপাক পরিস্থিতিতে বা কোনো সহায়সম্বলহীন শিশুর কল্যাণের জন্য সংগত পরিমাণ টাকা দেওয়া যেতে পারে।
  - ➢ সাক্ষাৎকারের সময় শিশুর বাড়ি, সম্প্রদায় বা সাধারণ অবস্থান প্রদর্শনের ফলে শিশু যেন কোনোভাবেই বিপন্ন বা বিপর্যস্ত বা ক্ষতির সম্মুখীন না হয়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।
- তথ্য চাইতে সতর্কতা : শিশুর কাছ থেকে তার নিজের বা অন্য কোনো শিশুর মঙ্গল-অমঙ্গলের সঙ্গে জড়িত কোনো তথ্য নিতে খুব সতর্ক থাকতে হবে।
  - ➢ শিশুর বয়স ১৮ বছরের কম হলে দায়িত্বশীল বড়ো কারো সম্মতি ছাড়া এমন তথ্য গ্রহণ করবেন না।

    শিশুর আয়ত্তের বাইরে কোনো বিষয়ে তার কাছ থেকে তথ্য বা মতামত চাইবেন না।
- সাক্ষাৎকার নেওয়া : সাক্ষাৎকারের সময় শিশুর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাতে হবে। ব্যক্তি হিসেবে তাকে গুরুত্ব দিতে হবে।
  - ➢ সৌজন্যের সঙ্গে তার পুরো নাম জিজ্ঞাসা করে, কেমন লাগছে জানতে চেয়ে আলাপ শুরু করতে হবে। তাকে ব্যক্তির মর্যাদা দিতে হবে। সংবেদনশীল হয়ে প্রশ্ন করতে হবে।
  - ➢ কোনোভাবেই শিশুকে বিপর্যস্ত বা ব্যতিব্যস্ত করা যাবে না। তাকে পুরো কথা বলতে সময় দিতে হবে, ধৈর্য ধরে তার বক্তব্য শুনতে হবে।
  - ➢ কথা বলার সময় সতর্ক থাকতে হবে, যেন শিশু আপনার আচরণে বা হাবভাবে ভয় না পায় বা দমিত বোধ না করে। শিশুর স্পর্শকাতর মানসিকতা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।
  - ➢ তার কথার প্রতি তাচ্ছিল্য দেখানো যাবে না। তাকে বিচার বা মূল্যায়ন করার মনোভাব রাখা যাবে না।

- তবে শিশুটি যদি কোনো ক্ষতিকর কাজে যুক্ত হয়ে থাকে, সে কাজের গুরুত্বকে কোনোভাবে ছোটো করে উপস্থাপন করা যাবে না।
- শিশুকে সুরক্ষা দিতে গিয়ে অতি সাবধানি হয়ে পিঠ চাপড়ানো বা অনুকম্পার মনোভাব দেখানো যাবে না।
- শিশুর নিভৃতি বা কিছু গোপন করার ইচ্ছাকে সম্মান দেখাতে হবে।
- সাক্ষাৎকারের সময় শিশুকে এমন কিছুর প্রতিশ্রুতি দেওয়া যাবে না, যা রাখা সম্ভব নয়। অবাস্তব আশা বা প্রত্যাশা তৈরি করা যাবে না।
- শিশুর সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় একসঙ্গে অনেক সাংবাদিক মিলে শিশুকে ছেঁকে ধরা যাবে না। এ ক্ষেত্রে সাংবাদিকেরা পরস্পরের তথ্য ভাগাভাগি করে নিতে পারেন ।
- স্পর্শকাতর বিষয়ে শিশুর উদ্বেগ, শোক, বিপর্যয় বা কষ্ট না বাড়াতে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। শোকগ্রস্ত বা বিপর্যস্ত, নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার শিশু তথা ভিকটিম এবং আইনপরিপন্থি কাজে অভিযুক্ত বা জড়িত শিশুর সঙ্গে কথা বলার জন্য ভালোভাবে ভেবেচিন্তে প্রস্তুতি নিয়ে এগোনো দরকার। এ অবস্থায় কথা বলার সময় শিশুটির পরিচিত ও আস্থাভাজন বড়ো কাউকে সঙ্গে রাখা ভালো হতে পারে। তেমন বুঝলে নাজুক অবস্থায় থাকা শিশুর সঙ্গে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- শিশুর দেওয়া তথ্য ভালো করে যাচাই করে নিতে হবে।
- স্কুলে কোনো শিশুর সঙ্গে কথা বলতে হলে অবশ্যই প্রধান শিক্ষকের অনুমতি নিতে হবে। এ ছাড়া, ক্লাসের সময়ের বাইরে কথা বলতে হবে।
- টেলিফোনে বা ইমেইলে কোনো শিশুর সাক্ষাৎকার না নিয়ে সামনাসামনি কথা বলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। অনন্যোপায় হলে এ ধরনের সাক্ষাৎকার গ্রহণে সবিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।
- পরবর্তী সময়ে কোনো সমস্যা হলে শিশু যেন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করুন। স্পর্শকাতর বা ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ে শিশুর খোঁজ নিতে হবে, যোগাযোগ রাখতে হবে।
- অপরাধ-নির্যাতনের ক্ষেত্রে শিশু ভিকটিম, অভিযুক্ত বা সাক্ষীদের সাক্ষাৎকার নেওয়ায় আইনগত বা আদালতের বাধা আছে কি না, তা ভালো করে বুঝে নিতে হবে।
- ক্যামেরায় ভিডিও করা হবে বা টেলিভিশনে দেখানো হবে বলে কোনোভাবে সাক্ষাৎকারের জন্য প্রভাবিত করা যাবে না।

সুরক্ষা ও অধিকারে ভারসাম্য

শিশুকে ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচাতে গিয়ে অথবা শিশুকে সুরক্ষা দিতে গিয়ে সতর্ক থাকতে হবে, যেন তার তথ্য পাওয়া ও মতপ্রকাশের অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়। সূক্ষ্মভাবে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। অতি সাবধানি সেলফ-সেন্সরশিপ না করতে সজাগ থাকতে হবে।

শিশুর চরিত্র চিত্রণ, শিশুকে উপস্থাপন (পোরট্রেয়াল)

সংবাদে শিশুকে কী চোখে দেখা হয়, তাকে কীভাবে উপস্থাপন করা হয় বা তার চরিত্র কীভাবে রূপায়িত হয়, সেটা নানা কারণেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। টেলিভিশনে শিশুকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয় তা শিশু ও শৈশব সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এটা শিশুদের প্রতি বড়দের আচরণের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। টেলিভিশন সংবাদে শিশুর রূপায়ণ অল্পবয়সিদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত (রোলমডেল) গড়ে তোলে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রত্যাশাকে প্রভাবিত করে।

সবাইকে মনে রাখতে হবে যে, ব্যক্তি হিসেবে প্রতিটি শিশুই সম্মান ও মর্যাদার দাবিদার। সুতরাং সংবাদমাধ্যমে শিশুকে উপস্থাপন করতে নিচের নীতিগুলো মেনে চলতে হবে :

- শিশুকে নিয়ে খবর করার সময় তার ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মানের প্রতি মনোযোগী থাকতে হবে। নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিশুর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা, করুণা/অনুকম্পা বা পিঠ চাপড়ানো ভাবের প্রকাশ করা যাবে না।
- শিশুকে ছাঁচে-ঢালা (স্টিরিওটাইপড) উপস্থাপন করবেন না। যেমন—শিশু-কিশোরদের ভুক্তভোগী (ভিকটিম), অসহায়, অঘটনঘটনপটিয়সী বা উচ্ছৃঙ্খল, 'দুধভাত' হিসেবে তুলে ধরা এবং শিশু সম্পর্কে 'অসহায়', 'কোমলমতি', 'হতদরিদ্র', 'নিষ্পাপ', 'পাষণ্ড', 'টোকাই', 'শারীরিক বিকৃত শিশু' (প্রতিবন্ধী বোঝাতে), ষোড়শী (যৌন নির্যাতন/নিপীড়নের রিপোর্টে) এসব শব্দের ব্যবহার এড়িয়ে চলুন।
- ঘটনার বিবরণে যেন জড়িত শিশু-কিশোরের গায়ে এমন বিশেষ কোনো বিশেষণ এঁকে দেওয়া না হয় বা কোনো ছাঁচে-ঢালা ধারণা প্রতিষ্ঠিত না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।
- যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ও চটকদার শব্দ এবং নির্যাতনের বিশদ বর্ণনা রিপোর্টে যৌন আবেদন সৃষ্টি করে। এভাবে শিশুকে যৌনবস্তু হিসেবে দেখানো হয়ে যেতে পারে। এমন শব্দের ব্যবহার এবং সেগুলো নির্যাতনের বিশদ বর্ণনা এড়িয়ে চলতে হবে।
- শিশুকে উপস্থাপনের সময় যে-কোনো সাধারণীকরণ (জেনারালাইজেশন) এড়িয়ে চলতে হবে এবং ঘটনা বা প্রসঙ্গ ধরে সুনির্দিষ্ট তথ্য ও বিবরণ দিতে হবে।
- কোনো শিশুর উপস্থাপনে যেন জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, ইত্যাদি কোনো মাপকাঠিতেই বৈষম্য প্রকাশ না পায় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। প্রতিবেদনের বিষয়ের জন্য একান্ত প্রাসঙ্গিক না হলে এমন কোনো পরিচয় বা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যাবে না।
- আত্মহত্যা বা নিজের ক্ষতি নিজে করার খবরে সতর্ক থাকতে হবে, যেন অন্য কোনো শিশুর মনে না হয় যে এ কাজটি করা যায় বা সমঅবস্থানের অন্য শিশু এ কাজে উৎসাহিত হয়।

দুর্বল অবস্থানের শিশু

উপস্থাপন বা প্রতিফলনের ঝুঁকি, সংবেদনশীলতা ও দায়িত্ব, পরিচয়ের গোপনীয়তাসহ সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা, সাক্ষাৎকারে সতর্কতার মাত্রা—সবই বেড়ে যায় শিশুর পরিস্থিতি বা অবস্থান বিশেষভাবে দুর্বল হলে। একই সঙ্গে, সংবাদে এদের উপেক্ষা না করা এবং ঘটনাগুলো যথাযথভাবে রিপোর্ট করার দাবিও বড়ো হয়ে আসে। এমন ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের নিচের নীতিগুলো অনুসরণ করতে হবে :

- যৌন নিপীড়নের শিকার শিশু : রিপোর্ট করতে গিয়ে শিশুটির ক্ষতি হওয়ার অনেকগুলো ঝুঁকি থাকে। এরকম পরিস্থিতির শিকার শিশুরা বিশেষ সহমর্মিতা ও বিবেচনা দাবি করে। এদের তাৎক্ষণিক মানসিক বিপর্যস্ততার সঙ্গে যুক্ত হয় দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ও সামাজিক কলঙ্কের মাত্রা। সামাজিক নিরাপত্তার ঝুঁকিও থাকে প্রবল।
    - যৌন নির্যাতনের শিকার শিশুদের সম্পর্কে রিপোর্ট করতে ক্ষতিগ্রস্ত/আক্রান্ত শিশুর পরিচয় গোপন রাখতে হবে। তার প্রকৃত নাম, ঠিকানা, ছবি/ভিডিও প্রকাশ না করা। অর্থাৎ—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার পরিচয় জানা যায় বা কোনোভাবে শনাক্ত করা যায়, এমন কিছুই ছবি/ভিডিওর রিপোর্টে উল্লেখ করা যাবে না। বাংলাদেশের আইনেও এটা করার বাধা আছে।
    - ধর্ষণ, ধর্ষণজনিত আত্মহত্যা ও খুন ইত্যাদি অপরাধের দায়ে যদি কোনো শিশু (১৮ বছর বা তার নিচে যাদের বয়স) অভিযুক্ত হয়, তাহলে তার নাম, ঠিকানা ও বিস্তারিত পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না।

- যৌন বা শারীরিক সহিংসতায় সম্পৃক্ত বা অভিযুক্ত শিশুর পরিচয় গোপন রাখতে হবে এবং তাদের ছবি প্রকাশ বা প্রচার করা যাবে না বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাদের মুখমণ্ডল ঝাপসা করতে হবে।
- ঘটনার বিস্তারিত গ্রাফিক বর্ণনা করা যাবে না। অপরাধের বর্ণনা যেন যৌন সুড়সুড়িতে পরিণত না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- আইনগত প্রক্রিয়ার দিকে নজর রাখতে হবে।
- ভয়ভীতি দেখানো, মামলা না করতে চাপ দেওয়া, ধর্ষণের দৃশ্য ভিডিও করে বাজারে ছাড়াসহ কোনো মানসিক নির্যাতন হচ্ছে কি না, সে খোঁজ করতে হবে।
- সামাজিক বিচার-সালিশ বা ফতোয়ার মাধ্যমে শিশুটির অধিকতর হেনস্তা হচ্ছে কি না বা দায়ী ব্যক্তিকে আইনের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেওয়া হচ্ছে কি না, সেটার নজরদারি করতে হবে।
- পরিবারে ঘনিষ্ঠজনের হাতে শিশুর যৌন নিপীড়নের ক্ষেত্রে শিশুর মানসিক ও সামাজিক আঘাত পাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। সুতরাং এ বিষয়ে খবর করতে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। নির্যাতনকারীর নাম-পরিচয় এবং তার সঙ্গে শিশুটির সম্পর্ক রিপোর্টে উহ্য রাখতে হবে। শিশুর পরিচিতি প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে বুঝলে, এটা যে ঘনিষ্ঠজনের দ্বারা যৌন নির্যাতন (ইনসেস্ট), সে তথ্যটিও বাদ দিতে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ঘটনাটিকে গুরুতর যৌন নির্যাতন বলা যেতে পারে।

আইনপরিপন্থি কাজে জড়িত শিশু

এদের সম্পর্কে খবর করতে বিশেষ সতর্কতা ও যত্ন দরকার। এরাও মমতা বা বিবেচনা পাওয়ার দাবি রাখে। এদের সম্পর্কে খবর করার সময় শিশু আইন, ২০১৩-এর মূল সুর ও বিধিবিধান মনে রাখতে হবে।

- রিপোর্টে অপরাধের সঙ্গে জড়িত শিশুকে শনাক্ত করবেন না। এমন কোনো শিশুর মৃত্যুর পরও সে কলঙ্ক তার সঙ্গে জড়িত অন্য শিশু বা গোষ্ঠী ধরে সম-অবস্থার শিশুদের সম্পর্কে অন্যায্য বিরূপ ধারণা জিইয়ে রাখতে পারে। যেমন: পথশিশুরা অপরাধপ্রবণ—এমন কোনো সাধারণ ধারণা।
- আইনপরিপন্থি কাজে জড়িয়ে পড়া শিশু সম্পর্কে অনেক সময় সাংবাদিকদের নিজের দোষারোপের মনোভাব, শাস্তির পক্ষে জনমত বা বিশেষ পরিস্থিতি রিপোর্টে বিষয়টি উপস্থাপনের ধারা সম্পর্কে দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারে। এসব ক্ষেত্রে সচেতনভাবে ঘটনার নিরাবেগ, সত্যনিষ্ঠ ও ভারসাম্যপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ তথ্য তুলে ধরতে হবে। আগাম বিচার করে ফেলা যাবে না। জড়িত শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ এবং ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের প্রতি ন্যায্যতার মধ্যে সংবেদনশীল ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করতে হবে।
- আইনপরিপন্থি কাজে জড়িয়ে পড়া শিশুকে 'অপরাধী'ও বলা যাবে না। বরং শিশুটিকে যারা প্ররোচিত বা প্রলুব্ধ করেছে তাদের চরিত্র চিহ্নিত করতে হবে।
- এমন শিশুর বিচার এবং এর প্রতি পুলিশসহ কর্তৃপক্ষীয়দের আচরণ শিশু আইনের কল্যাণ ও সুরক্ষাসংক্রান্ত বিধিবিধান মেনে হচ্ছে কি না, সেদিকে নজর রাখতে হবে।
- রিপোর্টে পরিবেশগত বা অন্য কারণগুলো তুলে ধরতে মনোযোগী হতে হবে; কারা শিশুটিকে এমন কাজে জড়িত করছে তা অনুন্ধান করতে হবে।
- তবে শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করেই বিবেচনায় তার ঝুঁকিপূর্ণ বা নেতিবাচক কাজের গুরুত্বকে যথাযথ তুলে ধরতে হবে।
- এমন পরিস্থিতির রিপোর্টে সংবাদমাধ্যমে বিচার (মিডিয়া ট্রায়াল) না করে ফেলতে সতর্ক থাকতে হবে।

অন্যান্য দুর্বল অবস্থান

অন্যান্য দুর্বল অবস্থানের শিশুদের খবর করতেও সতর্কতা ও যত্ন প্রয়োজন।

- যে-কোনো সংঘাত-সংঘর্ষ, যুদ্ধাবস্থা, জাতিগত বা সাম্প্রদায়িক বিরোধ-উত্তেজনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, উদ্বাস্তু বা শরণার্থী পরিস্থিতিতে থাকা শিশু বা অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত শিশু সম্পর্কে খবর করার সময় তাদের সব রকম ঝুঁকির কথা মাথায় রাখতে হবে। দৃশ্য ধারণ বা ভিডিওর বেলায় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- যে-কোনো নির্যাতন বা সহিংসতার শিকার শিশু, পাচার ও বিক্রি হওয়া শিশু, অপহরণ হওয়া শিশু, পথশিশু, শিশু সৈন্য, শিশু যৌনকর্মী, যৌনকর্মীর শিশুসন্তান, এইচআইভি/এইড্স-আক্রান্ত শিশু বা যাদের মা-বাবার এ সংক্রমণ আছে তারা, শারীরিক বা বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী, শিশু গৃহকর্মীসহ সব রকম ঝুঁকিপূর্ণ এবং শোষণমূলক শ্রমে নিয়োজিত শিশু, অতি-দরিদ্র ও সামাজিকভাবে প্রান্তিক অবস্থানের শিশুরা একই রকম বিবেচনার দাবিদার। এসব ক্ষেত্রে আক্রান্ত/অভিযুক্ত শিশুর পিতামাতা/অভিভাবক প্রতিবেদন তৈরিতে সম্মতি প্রদান করলেও শিশুর দ্বিমত থাকলে প্রতিবেদন করা যাবে না।

ব্যতিক্রমী অবস্থান

- কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিশুর বা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে শিশুর নাম, ঠিকানা বা ছবি প্রকাশ করা যেতে পারে। যেমন : শিশুরা তাদের অধিকার তথা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও তাদের কথা শোনার বিষয়ে সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলার উদ্যোগ গ্রহণ করলে তাদের পরিচয় প্রকাশ করা যেতে পারে।
- যখন শিশুরা উন্নয়নের অংশীদার হয়ে বা সামাজিক সংহতির জন্য সামষ্টিকভাবে পরিচিত হতে চায় সে ক্ষেত্রে তাদের পরিচয় প্রকাশ করা যেতে পারে।

শিশুবিষয়ক সংবাদ প্রচারে সংশ্লিষ্ট আইনি বিধান

শিশু বা শিশুর স্বার্থ জড়িত আছে, এমন বিষয় প্রচার ও প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনে ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া আছে।

শিশু আদালতের কাজের গোপনীয়তার সুরক্ষা এবং অপরাধে জড়িত শিশু ও বিচারসংশ্লিষ্ট অন্য শিশুর স্বার্থ সংরক্ষণ, পরিচয় ও শনাক্তকরণ সুরক্ষার জন্য শিশু আইনে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেওয়া আছে। আইনে বলা হয়েছে—

> *শিশু-আদালতে বিচারাধীন কোন মামলায় জড়িত বা সাক্ষ্য প্রদানকারী কোন শিশুর ছবি বা এমন কোন বর্ণনা, সংবাদ বা রিপোর্ট প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম অথবা ইন্টারনেটে প্রকাশ বা প্রচার করা যাইবে না যাহা সংশ্লিষ্ট শিশুকে শনাক্তকরণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে।*

শিশু আইন, ২০১৩; ধারা ২৮(১)

তবে এ ধারাটিতে আরো বলা আছে, "এ ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশুর ছবি, বর্ণনা, সংবাদ বা রিপোর্ট প্রকাশ করা শিশুর স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর হইবে না মর্মে শিশু-আদালতের নিকট প্রতীয়মান হইলে উক্ত আদালত সংশ্লিষ্ট শিশুর ছবি, বর্ণনা, সংবাদ বা রিপোর্ট প্রকাশের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।"

> *এই আইনের অধীন বিচারাধীন কোন মামলা বা বিচার কার্যক্রম সম্পর্কে প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোন শিশুর স্বার্থের পরিপন্থী এমন কোন প্রতিবেদন, ছবি বা তথ্য প্রকাশ করা যাইবে না, যাহার দ্বারা শিশুটিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শনাক্ত করা যায়।*

শিশু আইন, ২০১৩; ধারা ৮১(১)

"কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।"

শিশু আইন, ২০১৩, ধারা ৮১(২)

"কোন কোম্পানী, সমিতি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী, সমিতি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন অনধিক ২ (দুই) মাসের জন্য স্থগিত রাখাসহ উহাকে অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করা যাইবে।"

শিশু আইন, ২০১৩, ধারা ৮১(৩)

এ ধারাগুলো তলিয়ে ভাবলে আরো বোঝা যায় যে, আইনটির একটি মূল লক্ষ্য হচ্ছে আইনপরিপন্থি কাজে জড়িত শিশুকে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। সাজা দিয়ে তাকে বিষিয়ে দিলে, পালটানোর সুযোগ না দিলে অথবা পরিচয় প্রকাশ করে ধিক্কার-বিড়ম্বনার মধ্যে ঠেলে দিলে শিশুটি অপরাধের জগতেই রয়ে যেতে পারে। সেটা ওই শিশুটির প্রতি যেমন অন্যায্য হবে, তেমনি সমাজের জন্যও হানিকর হবে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে শিশুর প্রতি সহিংসতা, শিশু অপহরণ, পাচার, ধর্ষণ, ধর্ষণজনিত মৃত্যু, যৌন নিপীড়ন ইত্যাদিকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে তার শাস্তির বিধান বিধৃত আছে। এই ধরনের অপরাধের শিকার শিশুর পরিচয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশের ব্যাপারে এই আইনে বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। আইনে বলা হয়েছে :

অপরাধের শিকার হয়েছেন এরূপ নারী বা শিশুর ব্যাপারে সংঘটিত অপরাধ বা তৎসম্পর্কিত আইনগত কার্যধারার সংবাদ বা তথ্য বা নাম-ঠিকানা বা অন্যবিধ তথ্য কোন সংবাদপত্র বা অন্য কোন সংবাদমাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশ বা পরিবেশন করা যাবে যাতে উক্ত নারী বা শিশুর পরিচয় প্রকাশ না পায়।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ধারা ১৪(১)

"ধারা ১৪-এর উপধারা (১)-এর বিধান লঙ্ঘন করা হইলে উক্ত লঙ্ঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেককে অনধিক দুই বছর কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ্ব একলাখ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ধারা ১৪(২)

মনে রাখা ভালো, পরিচয় গোপনের এই বিধান করা হয়েছে শিশুর সর্বোত্তম কল্যাণের লক্ষ্যে। অর্থাৎ এটা বলছে, সংবাদযোগ্য ঘটনায় জড়িত কোনো শিশুর কোনো ক্ষতি বা বিপত্তি না ঘটানোর দিকে কড়া নজর রেখে রিপোর্ট করা প্রয়োজন।

দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সিদ্ধান্ত

নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নে দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা উভয়সংকট অবশ্যম্ভাবী। ভালো ও ক্ষতিকর ফলাফলের মধ্যে বিচার করে প্রতিনিয়ত ছোটো বা বড় সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সংশ্লিষ্ট মানুষজনের অযাচিত ক্ষতি যথাসম্ভব কমানোর চেষ্টা করতে হয়। ঘটনায় যখন শিশু জড়িত থাকে অথবা বিষয়ের কোনো দিক তুলে ধরলে সংবাদের শিশু শ্রোতা-দর্শক-পাঠকের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তখন এই উভয়সংকট মীমাংসায় সাবধানতার প্রয়োজনীয়তা অনেক বড় হয়ে আসে। সংবাদ প্রকাশের তাড়াহুড়োর মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজটি কঠিন। সাংবাদিকতার নৈতিকতা হলো—চরম কোনো ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি না হলে—শিশুর স্বার্থ সবার ওপরে।

দ্বিধাদ্বন্দ্ব আসবেই! দ্বিধা হওয়াটা বাঞ্ছনীয়। কেননা তা হলেই রিপোর্টার শিশুর জন্য নৈতিক সাংবাদিকতা নিশ্চিত করতে সজাগ থাকবে। দ্বিধা যার হবে না, তিনি বেখেয়ালে শিশুর জন্য হানিকর/ক্ষতিকর কোনো কাজ করে ফেলতে পারেন।

দ্বিধাদ্বন্দ্ব/উভয়সংকট নৈতিকতার অনুষঙ্গী

নীতি-নৈতিকতা চলমান বিবেচনা দাবি করে। প্রতিটি ঘটনায় করণীয় খুঁটিয়ে ভাবতে হবে। শিশুর প্রেক্ষাপটে সংবাদসংক্রান্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে :

- জনস্বার্থে মানুষের জানার অধিকার এবং শিশুর সুরক্ষার দাবির মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রশ্নে শিশুর সুরক্ষা বা তার ক্ষতি না করা অগ্রাধিকার পাবে।
    - যেসব ঘটনায় শিশু জড়িত আছে, সেখানে শিশুর স্বার্থের যে স্বভাবত সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার, সেটা লঙ্ঘন করতে হলে সাংবাদিকদের চরম (একসেপশনাল) জনস্বার্থের যুক্তি দেখাতে হবে।'
    - শিশুকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে সত্য প্রকাশে সচেষ্ট হতে হবে।
- শিশুর প্রতি ন্যায্যতা, তার ও তার স্বার্থের সুরক্ষা, প্রায় সব সময় সবার ওপরে থাকবে। খুবই বিরল ক্ষেত্রে কোনো শিশুর ঝুঁকি অনিবার্য হলে (যদি একদিকে শিশুর স্বার্থ, অন্যদিকে হাজার মানুষের জীবন রক্ষার স্বার্থ উপস্থিত হয়) সংশ্লিষ্ট শিশুর সুরক্ষার সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নিতে হবে।
- যদি কখনো বাস্তবতা প্রকাশের স্বার্থে নির্মম অথবা অবাঞ্ছিত/স্পর্শকাতর কোনো ছবি ও ভিডিও প্রকাশ করা অপরিহার্য মনে হয়, তখন সবচেয়ে সহনীয় প্রকাশের উপায় খুঁজতে হবে। সম্পাদকীয় নোট দিয়ে নিজের সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে।
- শিশু জড়িত আছে, এমন যে-কোনো বিষয়ে ওই শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে সংবাদসংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো নিতে হবে।
    - তার সর্বোত্তম স্বার্থ সম্পর্কে ওই শিশুর মতামত নিতে হবে এবং তার বয়স, বুঝ-বিবেচনার পরিণতি ও দায়িত্ববোধ অনুসারে সেই মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে।
    - শিশুর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠজন, অভিভাবক/শুভানুধ্যায়ীর মতামত নিতে হবে, সেটাকে গুরুত্ব দিতে হবে। বুঝসম্পন্ন শিশু তাদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলে সেটা আমলে নিতে হবে, আলোচনা করতে হবে।
- কঠিন দ্বিধাদ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে একা সিদ্ধান্ত না নিয়ে সম্পাদকীয় কর্তৃপক্ষ এবং অভিজ্ঞ সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত/সমাধান নিতে হবে।
- সংবাদসংক্রান্ত সব সিদ্ধান্তের কারণ ও যুক্তি, ফলাফল ও তাৎপর্য ভেবে এবং লাভ-ক্ষতি ও ন্যায্যতা বিচার করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সিদ্ধান্তের যুক্তি নিজের কাছে পরিষ্কার হতে হবে।
- ভুল বা বিচ্যুতি ঘটলে সেটা স্বীকার করে সংশোধনের এবং প্রতিকারের চেষ্টা করাও কিন্তু নৈতিকতার দাবি।
- প্রতিষ্ঠানের তাৎক্ষণিক বাণিজ্যিক লাভের বিবেচনাতাড়িত হয়ে নীতিবিরুদ্ধ কাজ না করার বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

নৈতিকতার প্রশ্নে উভয়সংকটের কিছু ক্ষেত্র

পরিস্থিতিগুলো কল্পিত। কিন্তু এই আদলের দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা উভয়সংকটে রিপোর্টারকে বিভিন্ন সময়ে পড়তে হতে পারে। এগুলো নিয়ে ভাবার চর্চা দ্বিধাদ্বন্দ্বের ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে যেমন রিপোর্টারকে সচেতন করবে, তেমনি চটজলদি সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

১) ঘটনায় জড়িত শিশুর সঙ্গে কথা বলা

আট বছরের সোহাগ বাবা আবদুর রশিদের হাতে মা কামরুন্ন নাহারকে খুন হতে দেখেছে। তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা আপনাকে তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দেবেন বললেন।

- ✓ কথা বলতে চাইবেন? আপনি কি এ কথা বন্ধু সাংবাদিকদের বলবেন? সঙ্গে কেউ যেতে চাইলে নেবেন? না নিলে কেন নেবেন না?
- ✓ আপনি কি তার সাক্ষাৎকার ভিডিও করবেন? ক্যামেরা অন করে প্রশ্ন করবেন?
- ✓ আপনি কথা বলতে গেলেন। সে কথা বলতে চায় কি না, এটা কি আগে নিশ্চিত হবেন—তার অনুমতি নেবেন? দেখছেন যে, সে খুবই হতবিহ্বল। আপনি প্রশ্ন করলে সে গুছিয়ে কিছু বলতে পারছে না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললে কিছুটা উত্তর মিলছে। আপনি কী করবেন? আপনার সিদ্ধান্তের যুক্তি কী হবে?

> কথা বলা যদি শিশুর আঘাতকে (Trauma) আরো বাড়িয়ে দেয়, তাহলে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। শিশু এবং তার অভিভাবকের সজ্ঞান সম্মতি না নিয়ে এবং পরিস্থিতি বিচার না করে প্রথমে ক্যামেরা চালু করা ঠিক হবে না।

২) সংবেদনশীলতা : জড়িত শিশুর ওপর প্রভাব ভাবা

ঢাকার পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহের কয়েক দিন পর সেখানকার এক বড়ো সেনা কর্মকর্তা কর্নেল জলিল আহমেদ ও তাঁর স্ত্রী আশেকা আহমেদের লাশ কবর থেকে তোলা হয়েছে। তাঁদের বাড়িতে গিয়ে আপনি শোবার ঘরের মেঝেতে রক্তের দাগ দেখলেন। বিছানার পাশে ছিন্নবিচ্ছিন্ন একটি সালোয়ার ও কামিজ পড়ে ছিল। আপনি এসবের ছবি তুলেছেন/ভিডিও করেছেন। এই দম্পতির দুটি শিশু সন্তান আছে, তারা ঘটনার দিন পিলখানার বাইরে স্কুলে ছিল। এখন এক আত্মীয়ের বাড়িতে আছে।

- ✓ আপনি কি ওই বাড়ির চিত্র বিষয়ে রিপোর্ট করবেন? কীভাবে করবেন? কী ভিডিও বা স্থির ছবি দেখাবেন? কী বিবেচনা করবেন? কোথায় সতর্ক হওয়া দরকার বলে মনে করেন?

> বিশদ স্থিরছবি বা ভিডিও না দেখানো ভালো হবে।

বারো বছরের নিলয় মোস্তফার বাবা-মা দুজনেই চাকরি করেন। নিলয় স্কুল থেকে এসে একা একা বাড়িতে থাকে। পাড়ার দুজন বয়সে একটু বড়ো ১৪/১৫ বছরের কিশোর আনু ও সলিমের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। এরা তিনজন দুপুরে গৃহকর্মী চলে গেলে বাড়িতে বসে ভিসিপিতে পর্নো ছবি দেখত। একদিন বাবা-মা বাড়ি ফিরে দেখেন নিলয়ের গলা কাটা লাশ ঘরে পড়ে আছে, ভিসিপি নেই। আনুকে পুলিশ ধরতে পেরেছে। সে বলেছে, ভিসিপি ও নিলয়ের দামি একটি ক্যামেরার লোভে তারা দুজন এই খুন করেছে। ঘটনাটি বেশ কয়েক দিন ধরে রিপোর্ট করছেন। ব্যাপক আলোচিত বিষয়। একসময় কথা হতে থাকে যে, নিলয়ের বাবা-মার দায়িত্বে ঘাটতি ছিল। ঘটনার দায় তাদের ওপরেও বর্তায়।

- ✓ আপনি পুরো বিষয়টি কীভাবে রিপোর্ট করবেন? আনু ও সেলিম সম্পর্কে কী উপস্থাপন করবেন, তাদের ছবি কি দেখাবেন? এবং কী উপস্থাপন করবেন না? আপনার সিদ্ধান্তের যুক্তি কী হবে? নিলয়ের বাবা-মায়ের দায়িত্ব সম্পর্কে কিছু জানাবেন/তাদের প্রশ্ন করবেন? সিদ্ধান্তের যুক্তি বলুন।

> অভিযুক্তের নাম-পরিচয় দেওয়া যাবে না, রিপোর্টে অভিযোগের সুর থাকবে না। মা-বাবার মানসিক অবস্থার প্রতি সংবেদনশীল থেকে তাদের দায়িত্বের প্রসঙ্গটি আনতে হবে, রয়েসয়ে।

৩) বীভৎসতা/নিষ্ঠুরতা দেখানোর উপায় ভাবা

লঞ্চডুবি হয়েছে। চার দিন পর উদ্ধারকারীরা একটি শিশুর গলিত দেহ উদ্ধার করেছেন। উদ্ধারকারী ডুবুরি যখন সে দেহ টেনে তুলে ডাঙায় এসে দাঁড়ান, তার হাতের একটি চুড়ি দেখে তার মা ছুটে এসে আহাজারি করছিলেন। পুরো দৃশ্যটি আপনি ক্যামেরাবন্দি করলেন। মায়ের আহাজারির আলাদা দৃশ্যও নিলেন।

- ✓ দৃশ্য নেওয়ার আগে কি অনুমতি নেবেন? দৃশ্য কি দেখাবেন? কোনটি? আপনার সিদ্ধান্তের যুক্তি কী? অন্য লাশের ছবি দেখাবেন? রিপোর্টটি কীভাবে উপস্থাপন করবেন?

> সাধারণভাবে লাশের স্থিরছবি বা ভিডিও দেখাবেন না। মায়ের আহাজারির দৃশ্য দেখানো যায়, তবে নিকটজন কারো অনুমতি নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪) স্পর্শকাতর বিষয়ে কথা বলা, কথা শোনা

পনেরো বছরের পারুল আক্তার গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। স্কুলে যাওয়ার পথে তাকে তুলে নিয়ে যায় রফিক, গোলাম, আলম ও শফিক—প্রতিবেশী এই চার যুবক। মেয়েটি বলছে, একটি বাড়িতে আটকে রেখে তারা তাকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে। সংলগ্ন একটি পাটখেত থেকে মেয়েটিকে উলঙ্গ অবস্থায় উদ্ধার করে এলাকার মানুষজন। অভিযুক্তরা পলাতক। এলাকায় যে একটিমাত্র বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয় আছে, মেয়েটি সেখানে নবম শ্রেণিতে পড়ত। গত বার্ষিক পরীক্ষায় সে প্রথম হয়েছিল। তার ছোটো বোনও একই স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। তার বাবা শফিকুল ইসলাম স্থানীয় বাজারে একটি মুদি দোকানের মালিক। রসুলপুর গ্রামের মোড়লপাড়ার উত্তর পাশে তাদের বাড়ি। তার মা একজন গৃহবধূ। তারা চার ভাইবোন। মেয়েটি দেখতে খুবই সুন্দর, বাড়ন্ত গড়নের। প্রতিবেশী কেউ কেউ গোপনে আপনাকে বলেছেন, মেয়েটি প্রায়ই বাজারে-পথেঘাটে ছেলেদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলত। মেয়েটি নিজে থানায় গিয়ে মামলা দায়ের করেছে। সে আপনার সঙ্গে কথা বলেছে।

- ✓ সে রাজি হলে কি তার সঙ্গে কথা বলা বা তার দেওয়া তথ্য জায়েজ হবে? এ ঘটনা আপনি কীভাবে রিপোর্ট করবেন? কী খোঁজ করবেন, কার বক্তব্য নেবেন? ওপরের কোন কোন তথ্য ব্যবহার করবেন? সিদ্ধান্তগুলোর যুক্তি কী হবে?
- ✓ তার চেহারা দেখাবেন, নাকি ঝাপসা করে দেবেন?

> তার সঙ্গে কথা বলার সময় সংবেদনশীল ও সতর্ক থাকুন। মেয়েটি সুন্দরী, প্রতিবেশীদের অপ্রাসঙ্গিক ও ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য—এসব বাদ দিন। তার স্কুলের নাম, বাবার নাম, গ্রামের নাম প্রকাশ করা যাবে না, মেয়েটির চেহারা দেখানো যাবে না।

৫) শনাক্তকরণের বিবেচনা

ভারতের কলকাতার সোনাগাছি যৌনপল্লি থেকে যশোরের শার্শা উপজেলার ডিহি ইউনিয়নের শিববাস গ্রামের আরিফা, মোমেনা ও শরিফা—এ তিন কিশোরীকে উদ্ধার করার পর দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

- ✓ আপনি এদের স্থিরছবি বা ভিডিও পেয়েছেন, মা-বাবার নাম এবং আনুষঙ্গিক তথ্য পেয়েছেন। রিপোর্ট করবেন? কীভাবে? স্থির ছবি বা ভিডিও দেখাবেন? আপনার সিদ্ধান্তের যুক্তি কী?

> এদের শনাক্ত করলে ক্ষতি হবে। নাম, পরিচয় গোপন রাখা দরকার।

আরেক ঘটনায় তিনটি ১০-১১ বছরের মেয়ে—নাবিলা, কামিনী ও রশিদা উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ এবং দেশে ফিরিয়ে আনার সঙ্গে যুক্ত একটি এনজিও বলছে, এরা দিল্লির একটি চুড়ি কারখানায় দাসত্ব করছিল। এদের বাবা-মায়ের খোঁজ মেলেনি।

✓ এদের ছবি বা ভিডিও সহ বিস্তারিত বিবরণ প্রচার করবেন? আপনার সিদ্ধান্তের যুক্তি কী হবে?

> এদের হেফাজতকারী এবং সমাজকর্মীর অনুমতি নিয়ে, প্রয়োজনে আদালতের সম্মতি নিয়ে এবং সব ঝুঁকি আলোচনা-বিচার করে বাবা-মাকে খুঁজে বের করার স্বার্থে ছবি বা ভিডিও প্রচারের কথা ভাবা যায়।

দৌলতদিয়া যৌনপল্লির যৌনকর্মীদের কন্যাসন্তানেরা কাছেই কেকেএস এনজিওর একটি নিরাপদ আবাসে থেকে লেখাপড়া করছে। হাসনাহেনা, শাবানা, সুমি, আবেদাসহ কয়েকজনের সঙ্গে আপনি কথা বললেন। তারা তাদের স্বপ্নের কথা জানাল। আপনি তাদের দৈনন্দিন কিছু কাজের এবং ক্লাসে লেখাপড়া করার দৃশ্য ভিডিও করেছেন।

✓ তারা কি দৃশ্য ভিডিও করতে দিতে বা কথা বলতে রাজি হয়েছে বা আপনি কি সম্মতি চেয়েছেন? আপনি রিপোর্টের কথা তাদের কি বলবেন? ভিডিও দেখাবেন? তাদের নাম ব্যবহার করবেন? তাদের মায়েদের প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করবেন?

> সজ্ঞান সম্মতি লাগবে। শনাক্ত করা যাবে না। মায়েদের কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত হবে না।

৬) অনুকরণ-সতর্কতা

ইন্টারনেটে বাংলাদেশি পর্নোগ্রাফির কয়েকটি ওয়েবসাইট নিয়ে পুলিশ অনুসন্ধান চালাচ্ছে। এসব ওয়েবসাইটে ১২-১৪ বছরের বিভিন্ন মেয়েকে ব্যবহার করা হচ্ছে। আপনি নিজে বিষয়টি যাচাই করেছেন। এবং কিছু ইনডিরেক্ট ছবি নামিয়েছেন। এতে ওই মেয়েদের মুখ ঝাপসা, হার্ডকোর পর্নোছবিও এগুলো নয়। কিন্তু তাদের ছবির আভাসে, ভঙ্গিতে বিষয়টি বোঝা যায়।

✓ আপনি কি রিপোর্টে ওয়েবসাইটের নাম দেবেন? প্রমাণ হিসেবে ওই ছবি/ভিডিও দেখাবেন? আপনার সিদ্ধান্তের যুক্তি বলুন।

> নাম দেবেন না। অনেকে তখন দেখতে উৎসাহী হবে। ওই ছবি/ভিডিও দেখাবেনও না।

৭) দুর্বল অবস্থানের শিশু

'টোকাই'দের বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ার ওপরে প্রতিবেদন করছেন। অনেক দিন ধরে সরেজমিনে ঘুরে, অনেকের সঙ্গে কথা বলে রিপোর্ট করছেন। 'টোকাই'দের কেউ চুরির কথা বলছে, কেউ স্থানীয় সন্ত্রাসীদের হয়ে অস্ত্র বহন করার কথা বলছে। কেউ জানাচ্ছে হরতালের সময় পিকেটিংয়ে অংশ নেওয়ার কথা। পুলিশ আবুল, মনির ও রসুল নামের তিনজনের ছবি দিয়ে জানাচ্ছে, এরা ভাড়াটে খুনি। এরা এখন আটক আছে। মাত্র কয়েক শ টাকার বদলে অনেকগুলো খুন করার কথা এরা স্বীকার করেছে। পুলিশের বয়ান অনুসারে এরা মারাত্মক খুনি।

'টোকাই'দের সঙ্গে কথা বলার আগে নিজেকে কীভাবে পরিচিত করবেন, নাকি পরিচয় লুকোনো ভালো হবে? কেন কথা বলছেন সে সম্পর্কে কী জানাবেন? কোন তথ্য কীভাবে রিপোর্ট করবেন? কার স্থিরছবি বা ভিডিও দেখাবেন বা দেখাবেন না? এদের সম্পর্কে বাস্তবতার কোন দিক তুলে ধরবেন? এদের কী হিসেবে/কীভাবে উপস্থাপন করবেন? কাদের নাম-পরিচয় গোপন রাখবেন এবং কেন? কাদের সম্পর্কে পুলিশকে আপনার পাওয়া তথ্য জানাবেন এবং কেন?

নিজের পরিচয় ও উদ্দেশ্য খুলে বলতে হবে। শিশু বয়সিদের শনাক্ত করা যাবে না। 'টোকাই' আখ্যা দেওয়া বা স্টেরিওটাইপ করা চলবে না। অনুসন্ধান করতে হবে—কারা এদের ব্যবহার করে, ফোকাস হবে সেটা।

৮) ইতিবাচক খবর ও শিশুর মানবিক মর্যাদা

দিনমজুরের ছেলে রবিউল হোসেন এসএসসিতে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়েছে। পরিবারটি হতদরিদ্র। ছেলেটি খুব কষ্ট করে লেখাপড়া করেছে। সে ভবিষ্যতে বড়ো হওয়ার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু এখন টাকার অভাবে তার কলেজে ভর্তি হওয়া না-ও হতে পারে।

✓ এ বিষয়ে আপনি কীভাবে প্রতিবেদন করবেন? কী ফুটিয়ে তুলবেন? কোন কোন বিষয়ে সতর্ক থাকবেন?

তার মর্যাদা রক্ষা করে তার পরিস্থিতি ফুটিয়ে তুলতে হবে। তার সাফল্য ও বাধা জয়ের দিকটি গুরুত্ব পাবে।

আরো কিছু খবর :

- কিশোরীর আত্মহত্যার খবর—উত্যক্ততার শিকার হয়ে আত্মহত্যা
  - ✓ আত্মহত্যার পদ্ধতি বিশদ বলা যাবে না
  - ✓ আত্মহত্যাকে উপায়/সুযোগ/সমাধান হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে না
  - ✓ সেনসেশনাল/উত্তেজনাপূর্ণ করা যাবে না
  - ✓ সহযোগিতা কোথায় পেতে পারে তা বলুন
- ১৬ বছরের ছেলে সাত বছরের মেয়েকে ধর্ষণ করেছে
  - ✓ অভিযুক্ত শিশু, তার সুরক্ষা ভাবা
  - ✓ ধর্ষণের শিকার শিশুটির সুরক্ষা ভাবা
- বাবা/মায়ের হাতে সন্তান হত্যা—পরকীয়ার অভিযোগ
  - ✓ শিশু দর্শকের মধ্যে যেন নিরাপত্তাহীনতা না আসে। বাবা-মাকে শিশুরা সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়-ভরসা হিসেবে দেখে। সেই আস্থা যেন ক্ষুণ্ন না হয়। সাধারণীকরণ না করে সংবেদনশীলতার সঙ্গে ঘটনার সুনির্দিষ্ট উপস্থাপন দরকার।
  - ✓ বিস্তারিত, বিশদ অসুস্থ উপস্থাপন এড়ানো দরকার।
  - ✓ সংবাদ উপস্থাপনের সময় সাংবাদিককে জাজমেন্টাল ও একপাক্ষিক হলে চলবে না।
- স্কুলে শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ—ভিডিও ছড়িয়ে পড়া
  - ✓ শিক্ষকের পরিচয় প্রকাশ না করা।
  - ✓ মেয়েটি পরিচয় যেন প্রকাশ না পায় তা নিশ্চিত করা।
  - ✓ এ নিয়ে সহপাঠীদের মানববন্ধনের খবর/ছবি/ভিডিও বা বক্তব্য তুলে ধরা, তবে মেয়েটিকে শনাক্ত না করে।

এগুলো কঠিন উভয়সংকট। সব দিক বিচার করে যথাসম্ভব কম ক্ষতি করার চেষ্টা করতে হবে, দ্বিধাদ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তাহলে সম্পাদকের যুক্তি নোট দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে।

টেলিভিশনে প্রচারিত একটি সংবাদে নীতি-নৈতিকতা লঙ্ঘনের দৃষ্টান্ত

বেসরকারি একটি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারিত হয় ইয়াবা নামক মাদকবিষয়ক একটি প্রতিবেদন। দেশের বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীসহ শিশু-কিশোররা ইয়াবার নেশায় আশক্ত এবং নেশার টাকা জোগাড় করতে গিয়ে কীভাবে এই মাদকের ব্যবসায় সঙ্গে তারা জড়িয়ে পড়ছে সেটির বিবরণ দিতে গিয়ে এর বিভিন্ন নাম, মূল্য, কীভাবে এটি সেবন করা হয় তার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এই প্রতিবেদনে।

প্রতিবেদনটিতে ইয়াবা আসক্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে কয়েকজন কিশোর, যুবক এবং নারীকে এমনভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে, যাতে মনে হচ্ছে তারা এই নেশায় আসক্ত।

এ ছাড়াও প্রতিবেদনে মাদক নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন কয়েকজন কিশোরের সাক্ষাৎকার দেখানো হয়েছে, কেন চিকিৎসা শেষে আবার তারা এই নেশায় আসক্ত হয়েছে, সে বিষয়ে।

প্রতিবেদনটিতে নীতি-নৈতিকতার লঙ্ঘন

- শিশুদের শনাক্তকরণ করা হয়েছে। যথাযথ সুরক্ষা বা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়নি।
- মাদকের বিভিন্ন নাম, মূল্য ও সেবনপ্রক্রিয়া বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যা অন্যদের মাদকাসক্তির দিকে আকৃষ্ট করতে পারে।
- মাদক ব্যবসার বিষয়টি যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তাতে আর্থিক লাভের আশায় যে কেউ এতে উৎসাহিত হতে পারে।

✓ প্রতিবেদনটি কীভাবে হতে পারতো?

> মাদকের প্রাপ্তি, মূল্য ও সেবন-প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণের পরিবর্তে তরুণসমাজের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব এবং ভবিষ্যৎ পরিণাম ও সামাজিক সতর্কতা বিষয়ে প্রতিবেদনটি হতে পারত।

সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত ঘটনার ভিত্তিতে টেলিভিশনে প্রচারিত একটি সংবাদে নীতি-নৈতিকতা লঙ্ঘনের দৃষ্টান্ত

রাজন নামের একটি শিশুকে চুরির অপবাদে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়। পুরো ঘটনাটি মোবাইল ফোনে ধারণ করে ফেসবুকে পোস্ট করা হয়। পরবর্তী সময়ে ফেসবুকে পোস্টের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে এ বিষয়ক প্রতিবেদন প্রচার করা হয়।

প্রতিবেদনটিতে নীতি-নৈতিকতার লঙ্ঘন

- নির্যাতনের পুরো ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া হয়েছে যেটির প্রয়োজন ছিল না।
- নির্যাতনের বীভৎস দৃশ্য অন্য শিশুদের মনে কী প্রভাব ফেলতে পারে সে বিষয়টি চিন্তা করা হয়নি।

✓ প্রতিবেদনটি কীভাবে হতে পারত?

> প্রতিবেদনটি করার সময় শুধু ঘটনার বিবরণ এবং নির্যাতিত শিশুটির স্থির ছবি ব্যবহার করা যেতে পারত।

সাধারণ ঘোষণা

এই প্রকাশনায় উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এমন একটি আচরণবিধি সুপারিশ করতে পারি, যা মেনে চলে টেলিভিশন সাংবাদিকতায় শিশু-সম্পর্কিত প্রতিবেদনে নীতি-নৈতিকতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে :

- ✓ শিশু সম্পর্কিত বিষয় কাভার করার সময় সঠিকত্ব এবং সংবেদনশীলতার মাধ্যমে পেশাগত উৎকর্ষের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা।
- ✓ শিশুর মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, এমন কোনো কিছুর দৃশ্য ধারণ এবং প্রচার না করা।
- ✓ শিশুরা জড়িত কিংবা শিশুরা দর্শক হতে পারে বিবেচনায় গৎবাঁধা আকর্ষণীয় করার চেষ্টা পরিহার করা।
- ✓ শিশু-সম্পর্কিত যে-কোনো বিষয় প্রচারের আগে শিশুমনে এর প্রভাব কী হতে পারে সেটা সতর্কভাবে বিবেচনায় নিয়ে সংবাদ এবং অনুষ্ঠান প্রচার করা।
- ✓ জনস্বার্থ না থাকলে কোনোভাবেই কোনো শিশুকে শনাক্ত না করা কিংবা তার পরিচয় প্রকাশ না করা।
- ✓ যেখানে সম্ভব এবং প্রয়োজন এমন জায়গায় শিশুর জন্য গণমাধ্যমে তার মতপ্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করা।
- ✓ কোনো শিশুর সঙ্গে কথা বলতে হলে বা তার ছবি ধারণ করতে হলে অবশ্যই তার অভিভাবক/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রাক-অনুমতি নিয়ে কথা বলা।
- ✓ কোনো শিশুর দেওয়া তথ্য স্বাধীনভাবে পরীক্ষা না করে প্রচার না করা, পরীক্ষার ক্ষেত্রে তথ্যদাতা শিশু যেন ঝুঁকিতে না পড়ে সেটা শতভাগ নিশ্চিত করা।
- ✓ যৌনতা প্রকাশ পায়, শিশুর এমন ছবি বা ভিডিও প্রকাশ বা প্রচার না করা।
- ✓ যদি শিশুদের কোনো জমায়েত বা এরকম কিছু দৃশ্য ভিডিও করার প্রয়োজন হয়, তাহলে অভিভাবক/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ভিডিও করা। কীজন্য ব্যবহার হবে সেটা আগেই স্বচ্ছভাবে বলে নেওয়া।
- ✓ শিশুদের হয়ে বা শিশুদের পক্ষে কথা বলতে এসেছে, এমন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পরিচয় পরীক্ষা করে কথা বলা বা মত নেওয়া।
- ✓ শিশু কিংবা মা-বাবা বা অভিভাবকদের সঙ্গে সংবাদসংক্রান্ত কোনো অর্থনৈতিক লেনদেন না করা।
- ✓ যে-কোনো পরিস্থিতিতে সকল শিশু এবং তাদের অভিভাবকদের প্রাইভেসি এবং সম্মান বজায় রাখা।
- ✓ লাইভ সম্প্রচারের সময় কোনোভাবেই কোনো শিশুর সাক্ষাৎকার না নেওয়া। অপরাধ-সম্পর্কিত সরাসরি সম্প্রচার হলে শিশুদের দিকে ক্যামেরাই না ধরা।
- ✓ সব সময় সবার আগে শিশু এ বার্তা মনে রাখা।
- ✓ কোনো বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এলে সম্পাদক বা অভিজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া।

শিশুটি যদি আপনার সন্তান হতো, বা আপনার ভাইবোন বা নিকট আত্মীয় হতো তাহলে আপনি কীভাবে টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে চাইতেন, সেটি বিবেচনায় রেখে সংবাদেও ছবি নির্বাচন করুন।

শেষ কথা

নীতিমালা বা আচরণবিধি সাংবাদিকের নিজের তাগিদ থেকে স্বেচ্ছায় মেনে চলতে হবে। তা ছাড়া কোনো নীতিমালাই নৈতিক সাংবাদিকতা নিশ্চিত করতে পারবে না। সেটা করতে পারে একমাত্র সাংবাদিকের নিজস্ব নৈতিকতাবোধ, সেই বোধের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ আনুগত্য, দায়বদ্ধতা। সাংবাদিকদের মধ্যে আত্মসমালোচনার চর্চা খুব দরকার—এককভাবে নিজের কাজের, পেশার সার্বিক ভূমিকার। নিজের কাজের ফলাফল বিচার করার অভ্যাস করুন। ফলাফলের দায়িত্ব নিন। প্রশ্নটি আপনার জবাবদিহির।

মনে রাখুন, শিশুর প্রতি দায়িত্বশীল থাকা, শিশুর কাছে জবাবদিহি বজায় রাখার অর্থ—ভবিষ্যতের প্রতি কর্তব্য মেটানো।

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ
৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : +৮৮-০২-৯১৩৪৭১৭, +৮৮-০২-৯১৩৭১৪৭
ইমেইল : info@mrdibd.org, ওয়েবসাইট : www.mrdibd.org